নগদ
ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বাৎসরিক অঙ্গীকার - ২০২৫

সম্মানিত উদ্যোক্তা,

বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয় MFS হিসেবে 'নগদ'-এর অসাধারণ সাফল্য যাত্রায় অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা রাখায় আপনাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন। আমরা বিশ্বাস করি, 'নগদ'-এর প্রতি সর্বাবস্থায় আপনাদের দৃঢ়চিত্ত সমর্থনই 'নগদ'কে আজকের এই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় দেশের আপামর জনগণের লেনদেনে 'নগদ' এখন নিত্যদিনের সঙ্গী।

'নগদ'-এর ক্রমবর্ধমান সফলতার ধারা অব্যাহত রাখতে, আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই দেশের সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধিমালা অনুসরণপূর্বক সচেতনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে, বিএফআইইউ (BFIU) সার্কুলার ২০-এর ধারা ১.২ পরিপালনকল্পে, নিম্নলিখিত কার্যাবলি মেনে চলা এই বছরের অঙ্গীকার হিসেবে প্রবর্তিত হলো:

- কেওয়াইসি'তে উল্লিখিত দোকান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় অবস্থানপূর্বক ব্যবসা পরিচালনা করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেওয়াইসি'র তথ্য হালনাগাদের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বিদেশ থেকে অবৈধ পথে রেমিটেন্স আনয়ন (হুন্ডি), অনলাইন জুয়া, ভার্চুয়াল মুদ্রা (ক্রিপ্টো কারেন্সি), ফরেক্স ট্রেডিং সংক্রান্ত লেনদেন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অবৈধ ও দেশের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া এসকল কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ প্রায় সময়ই প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, 'নগদ' প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার করে উক্ত অবৈধ লেনদেনসমূহ যেন সংঘটিত না হতে পারে, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।
- গ্রাহকের লেনদেন কিংবা আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে, Suspicious Transaction Report (STR) অথবা Suspicious Activity Report (SAR) প্রেরণ করা। উদ্যোক্তা ওয়ালেট-এর STR/SAR অপশন ব্যবহার করে STR/SAR প্রেরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর এই STR/SAR জমাদানের ক্ষেত্রে রিপোর্টকারীর নাম-পরিচয় গোপন রাখা হয়।
- শুধুমাত্র সশরীরে উপস্থিত গ্রাহকবৃন্দের সাথেই লেনদেন সম্পাদন করা। গ্রাহকের পক্ষ হয়ে নিজের ব্যক্তিগত একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন না করে, গ্রাহকদের একাউন্ট নিবন্ধন করতে ও উক্ত একাউন্ট হতে লেনদেন করতে উৎসাহিত করা।
- গ্রাহক একাউন্ট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা, যেন গ্রাহক কোনো অবস্থাতেই বেনামে কিংবা ছদ্ম-পরিচয়ে 'নগদ' একাউন্ট নিবন্ধনের সুযোগ না পায়। একাউন্ট নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের কোনো আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে, SAR প্রেরণ করা।
- লেনদেন রেজিস্টারটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা, যেন গ্রাহকের ছদ্মবেশে এসে অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ অন্য গ্রাহকের সংবেদনশীল তথ্য অধিগত করতে না পারে।
- দুষ্কৃতকারীরা নানা অসাধু পন্থায় প্রতারণা করার চেষ্টা করে থাকে। একাউন্টের গোপনীয় সংবেদনশীল তথ্য (PIN/OTP) হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা, ভুয়া তথ্য/এসএমএস দিয়ে নিজেকে 'নগদ'-এর কর্মকর্তা প্রমাণের চেষ্টা কিংবা কোনো ভুয়া লেনদেনকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা, সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার চেষ্টা করা ইত্যাদি। এই প্রতারণার চেষ্টাসমূহের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই প্রতারকরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে থাকে কিংবা সরলতার সুযোগ নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, 'নগদ' উদ্যোক্তা একাউন্টের সংবেদনশীল গোপনীয় তথ্যসমূহ যেন কারো সাথে শেয়ার না করা হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।
- 'নগদ' কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে আয়োজিত মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) সহ সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের জারিকৃত নির্দেশনা এবং সে আলোকে 'নগদ' কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহের পরিপালন।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়টি একদিকে যেমন আইন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, তেমনি তা গ্রাহক এবং নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে, নগদ-এর সুনাম বজায় রাখতে এবং দেশের আইনসমূহের প্রতি অনুগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে, ব্যবসা পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিপালনের বিষয়ে, আসুন আমরা সকলে মিলে একযোগে কাজ করি।

মোঃ শহীদ উল্লাহ
প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
নগদ লিমিটেড

This is a digitally signed document and requires no physical signature for authentication purposes.